মূল শব্দাবলীঃ
শান্তি
প্রশান্ত
সুস্থতা
সহিংস্রতা

Islamic Religious Council of Singapore

Friday Sermon

23 August 2024 / 18 Safar 1446H

ইসলাম এবং শান্তি

الحَمدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبدِهِ الكِتَاب، تَبصِرَةً لِأُولِي الأَلبَابِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ رَبُّ الأَربَاب، وَأَشهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ المَبعُوثُ إِلَى خَيرِ أُمَّةٍ بِأَشرَفِ كِتَابٍ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحبِهِ الأَنجَابِ، صَلاَةً وَسَلاَمًا دَائِمَينِ إِلَى يَومِ المَآبِ. فَيَا عَبَادَ اللهِ، اِتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আসুন, প্রকৃত তাকওয়ার সাথে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার প্রতি আমরা সম্পূর্ণ মনোযোগের সঙ্গে দৃষ্টিপাত করি। জীবনে শান্তিলাভ করার জন্য তাকওয়া একজন মুমিন মুসলমানের চরিত্র সেইভাবে গঠনে এবং সকলের জীবনে প্রশান্তি আনতে সাহায্য করে। আর এই সমস্ত গুণাবলী অর্জনের মাধ্যমে আমরা যেন মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আলার নিরাপত্তা বেষ্টনীর মধ্যে থাকতে পারি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারি।

সম্মানিত ভাইয়েরা,

আজকের খুতবায় আমরা নবী করিম (সঃ) এর উম্মত হিসাবে আমাদেরকে সারা পৃথিবীর মানুষের জীবনের শান্তি ও প্রশান্তির একটি উৎস হওয়ার গুরুত্বের ওপর জোর দিয়ে কথা বলব।

আমরা প্রায়শই শুনে থাকি ইসলাম ধর্মের একটি মৌলিক নীতি হলো; শান্তি আনয়ন করা। কেন এমন শুনি? এর কারণ, ইসলাম শব্দটির মূল অংশটি এসেছে সালাম থেকে যার অর্থ শান্তি। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার অনেকগুলি নামের একটি নাম আমাদের জানা এবং মেনে চলা দরকার তা হলো আস সালাম। মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার সৃষ্ট অনেকগুলি বাগানের একটির নাম হলো; দারুস সালাম যা তিনি তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর এই দারুস সালামের অর্থ হলো- শান্তি দাতা। আরও দেখি, বেহেশতে জান্নাতে মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা আআলা কিভাবে তাঁর প্রিয় বান্দাদের সম্ভাষণ জানাবেন? সুরা ইয়াসীনের ৫৮ নম্বর আয়াতে বলা আছে, তিনি বলবেন, সালাম।

سَلَٰمٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ﴿٥٨﴾

অর্থঃ ***করুণাময় পালনকর্তার পক্ষ থেকে তাদেরকে বলা হবে সালাম।***

সম্মানিত মাসিইরাল মুস্লিমিন ওয়া জুমরাতুল মুমিনিন রাহমাকুমুল্লাহ,

আমাদের নবী মোহাম্মদ (সঃ) আমাদের সামাজিক জীবন যাপন ব্যবস্থায় শান্তির গুরুত্ব খুব ভালভাবে অনুধাবন করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখি তিনি যখন মদীনায় স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করলেন তখন তিনি তাঁর মুসলমান সম্প্রদায়কে ডেকে বলেছিলেন যে শহরে সকলের মধ্যে সদ্ভাব বজায় রাখতে, সংঘর্ষ নিরসনে ও একটি উন্নত জীবন যাপনের নিশ্চয়তার জন্য শান্তি প্রচার করতে। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সাহাবীগণকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন তা একটি হাদীসে উল্লেখিত আছে। হাদীসটি হলো, " তোমরা কখনই বেহেশতে প্রবেশ করতে পারবে না যদি না তোমরা বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তোমরা বিশ্বাস করতে পারবে না যদি না তোমরা একে অপরকে না ভালবাসো। আমি কি তাহলে তোমাদের এমন একটি পথ নির্দেশনা দিব না যেটা করলে তোমরা একে অপরকে ভালবাসতে পারবে"? (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত আইন)

নিজেদের মধ্যে শান্তি প্রচার করো"। (ইমাম মুসলিম কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

সম্মানিত ভাইয়েরা,

ইসলাম আমাদেরকে ভদ্র চরিত্রের অধিকারী হতে সাহায্য করে যিনি অন্যের সঙ্গে বিনয়ের সাথে কথা বলেন ও অন্যের সঙ্গে আচরণে স্নিগ্ধ থাকেন। আমাদের ধর্ম কখনই রুঢ় আচরণ, রুক্ষ মেজাজ ও সহিংসতা অনুমোদন করে না বিশেষ করে যদি তা শান্তি স্থাপনে বিঘ্ন ঘটায় ও অন্যের ক্ষতিসাধনের জন্য করা হয়ে থাকে। আমাদের নবী করিম (সঃ) তাঁর বিদায়ী ভাষণে বলেছিলেন,

اَلْمُسْلِمُ مَن سَلِمَ النَّاسُ مِن لِسَانِهِ وَيَدِهِ

অর্থঃ মুসলমানরা হলো এমন সম্প্রদায় যাদের মুখের কথা ও দুই হাত কর্তৃক ক্ষতিসাধন থেকে অন্যরা সর্বদা নিরাপদ থাকে''। (ইমাম হিব্বান কর্তৃক বর্ণিত হাদীস)

ইসলাম ধর্ম প্রচারের লক্ষ্যে আমাদের নবী করিম (সঃ)কে বাহিরের এবং আভ্যন্তরীন উভয়প্রকার সংগ্রামের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। এতদসত্তেও তিনি এমন মানুষে পরিণত হননি যিনি কখনও অন্যের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করেছেন, রুন্যের সঙ্গে রুঢ় আচরণ করেছেন বা কারো কোন ক্ষতি করেছেন। বরং আমাদের নবীজী সব সময় পরিচিত ছিলেন সর্বদা হাসিমুখে বিরাজ করতেন বলে। তাঁর পরিবার ও সম্প্রদায়ের সকলের জন্য আনন্দে ও কষ্টের সময় তিনি ছিলেন শান্তির উৎস। তাঁর প্রজ্ঞায় ও তাঁর নেতৃত্বের মাধ্যমে তিনি মুসলমান সম্প্রদায়ের সফলতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তাঁদেরকে একটি নির্যাতিত জাতি থেকে একটি আস্থাশীল জাতিতে পরিণত করাতে পেরেছিলেন যাঁরা শান্তি প্রচার করেন।

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলার রহমতপ্রাপ্ত সম্মানিত সুধী,

আজ পরিস্থিতি এমন যে অনেকে মনে করেন যে, ইসলাম একটি ধর্ম যা সহিংসতাকে প্রশ্রয় দেয়, শান্তি হরণে নেতৃত্ব দেয় এবং জনশৃংখলা নস্যাৎ করে। উদাহরণস্বরূপ আমরা দেখেছি, কয়েক সপ্তাহ আগে ইওরোপে বিশেষ করে বৃটেনে যেভাবে আমাদের মুসলমান সম্প্রদায় অন্যদের আক্রমনের লক্ষ্য হয়েছিল এবং তাঁদের কে স্থানীয় লোকজন হুমকি দিয়েছিল। এর মূল কারণ ছিল ভুয়া খবর যা কিনা ইসলাম সম্পর্কে

জনগনের মধ্যে নেতিবাচক ধারণা ও হিংসা সৃষ্টি করেছিল। অবশেষে, যারা এই ভুয়া খবর বাজারে ছড়িয়েছিল তারাই এই সমস্ত ক্ষয়ক্ষতি ও ধ্বংসযজ্ঞের মূল কারণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে।

এই ঘটনাটি থেকে আমরা কি শিক্ষা পাই?

আমাদের মুসলমান ভাই-বোনেরা এই সব ঘৃন্য আচরণের জবাবে কোন শত্রুতামূলক মনোভাব নিয়ে বা মন্দকে মন্দ দিয়ে জবাব দিতে যান নাই। বরং এই সময়ে আমরা দেখেছি তাদের ধৈর্য এবং প্রজ্ঞা। আমরা দেখেছি বয়স্ক মানুষ উপদেশ দিচ্ছেন তরুণদেরকে এই বলে যে, ইসলাম কখনও অন্যের ক্ষতি সাধনের শিক্ষা দেয় না। এই ধরণের সচেতনতা ও পরিণত মানসিকতা নিয়ে তাঁরা ইসলামের ডাকে শান্তি প্রচারে সফল হয়েছিলেন এবং সারা পৃথিবীতে মুসলমানদের আদর্শ এবং উদাহরণ হিসাবে নিজেদেরকে প্রতীয়মান করতে পেরেছিলেন।

একজন প্রখ্যাত শাফিই আলেম এবং আল-আহকাম আস-সুলতানিয়াহ বা ইসলামিক শাসনের আইন গ্রন্থের লেখক ইমাম আল-মাওয়ার্দি, যিনি আব্বাসীয় শাসনামলে একজন কূটনীতিবিদ ছিলেন, তিনি বলেছেন যে বিশ্বে শৃঙ্খলা ও স্থিতিশীলতা আনতে পারে ছয়টি বিষয়: যে ধর্মের চর্চা করা হয় সেই ধর্ম, শক্তিশালী নেতৃত্ব, ব্যাপক ন্যায়বিচার, জনগনের শান্তি ও নিরাপত্তা, প্রাচুর্য, এবং সীমাহীন আশা।

উপস্থিত প্রিয় সুধী,

আসুন আমরা আমাদের অন্তরকে বিনয়ে নত করি এবং আল্লাহর কাছে সকল প্রকার মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা করি।

ইয়া আল্লাহ, ইয়া রাহমান, ইয়া রাহীম, আমাদের প্রতি আপনার করুণাধারা বর্ষণ করুন। ইয়া লাতিফ, ইয়া খাবির, আপনি তো আমাদের অবস্থা এবং কষ্টের কথা সবই জানেন। আমাদেরকে সেইসব বিষয় থেকে দূরে রাখুন যা সহিংসতা ও ক্ষতির কারণ হতে পারে। ইয়া সালাম, ইয়া মুকমিন, আমাদেরকে ইহজগতে শান্তি ও পরকালে কল্যাণ দান করুন। ইয়া রাকিব, ইয়া মুজিব, আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে আমাদেরকে

সঠিকভাবে পরিচালিত করুন। আমাদেরকে ও আমাদের পরিবারকে মঙ্গল ও শান্তি দান করুন, এবং তা সমগ্র মানবজাতিকেও দান করুন। আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْم.

Second Sermon

الحَمْدُ للهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَمَا أَمَرَ، وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعَالَى فِيمَا أَمَرَ، وَانتَهُوا عَمَّا نَهَاكُم عَنْهُ وَزَجَرَ.

أَلَا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى، فَقَدْ أَمَرَنَا اللهُ بِذَلِكَ حَيْثُ قَال فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ: إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ.

وَارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنَا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحَابَةِ وَالقَرَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَتَابِعِي التَّابِعِينَ، وَعَنَّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنِينَ وَالمُؤْمِنَاتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِمَاتِ، الأَحْيَاءِ مِنهُم وَالأَمْوَاتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنَّا البَلَاءَ وَالوَبَاءَ وَالزَّلَازِلَ وَالمِحَنَ، مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، عَن بَلَدِنَا خَاصَّةً، وَسَائِرِ البُلْدَانِ عَامَّةً، يَا رَبَّ العَالَمِينَ.

اَللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوَانَنَا اْلمُسْتَضْعَفِيْنَ فِي غَزَّة وَفِي فِلِسْطِينَ وَفِيْ كُلِّ مَكَانٍ عَامَّةً، يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. اَللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ

فَرَجًا، يَا رَبَّ العَالَمِينَ. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلاَمَ وَالأَمْنَ وَالأَمَانَ لِلْعَالَمِ كُلِّهِ وَلِلنَّاسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنيَا حَسَنَةً، وَفِي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

عِبَادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي القُرْبَى، وَيَنْهَى عَنِ الفَحْشَاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلَى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ.